দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১।	বিধিমালার নাম	১২
২।	সংজ্ঞা	১২
৩।	কমিশন ও উহার অধঃস্তন কার্যালয়ে অভিযোগ দায়ের	১৩
৪।	থানায় দুর্নীতির অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের	১৩
৫।	অভিযোগ যাচাই-বাছাই কমিটি	১৪
৬।	অনুসন্ধানের জন্য অনুমোদন	১৪
৭।	অনুসন্ধান কার্যের সময়সীমা	১৪
৮।	অনুসন্ধানকার্য চলাকালে অভিযুক্ত ব্যক্তির শুনানী গ্রহণ	১৫
৯।	অনুসন্ধানের মাসিক প্রতিবেদন দাখিল	১৫
১০।	মামলার তদন্তকার্য সম্পন্ন ও প্রতিবেদন দাখিল	১৬
১১।	তদন্তকার্য চলাকালে অভিযুক্ত ব্যক্তির শুনানী গ্রহণ	১৭
১২।	তদন্তের মাসিক প্রতিবেদন দাখিল	১৭
১৩।	আদালতে অভিযোগ নাম (Charge Sheet) দায়েরে কমিশনের অনুমোদন আবশ্যক ..	১৭
১৪।	কতিপয় অনুসন্ধানকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কমিশনের অনুমোদন আবশ্যক নহে ..	১৮
১৫।	মামলা দায়েরের অনুমোদন পদ্ধতি	১৮
১৬।	ফাঁদ মামলা (Trap case)	১৮
১৭।	আইনের ধারা ২৬ অনুযায়ী সহায়-সম্পত্তি ঘোষণা বিষয়ক পদ্ধতি	১৯
১৮।	জ্ঞাত আয়ের উৎস বহির্ভূত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, ইত্যাদি অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোকাদেশ	১৯
১৯।	অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দমন কমিটি	২০
২০।	অনুসন্ধান ও তদন্তকার্যে কমিশনের কর্মকর্তাদের অনুকূলে ক্ষমতা অর্পণ ..	২০

ক্রমিক নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
২১।	কমিশন কর্তৃক স্বীয় উদ্যোগে দুর্নীতি বিষয়ক অনুসন্ধান বা তদন্তের জন্য সরকার বা অন্যান্য সংস্থার সহযোগিতা প্রাপ্তির পদ্ধতি	২১
২২।	প্রেষণে নিয়োগ ও বদলী	২২
২৩।	সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ সনদ ও বিশেষ আর্থিক সুবিধা প্রদান	২২
২৪।	একাই কিংবা পৃথক কর্মকর্তা দ্বারা অনুসন্ধান ও তদন্তকার্য সম্পন্নকরণ ..	২২
২৫।	বিশেষ বিধান	২২
২৬।	অভিযুক্ত সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা অবহিতকরণ ..	২২
২৭।	তফসিল—ফরম-১	২৩
২৮।	ফরম-২	২৪
২৯।	ফরম-৩	২৬
৩০।	ফরম-৪	২৭
৩১।	ফরম-৫	৩১
৩২।	ফরম-৬	৩২
৩৩।	ফরম-৭	৩৬
৩৪।	ফরম-৮	৩৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দুর্নীতি দমন কমিশন

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৫ চৈত্র ১৪১৩/২৯ মার্চ ২০০৭

এস, আর, ও নং ৩২-আইন/২০০৭।—দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫নং আইন) এর ধারা ৩৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে দুর্নীতি দমন কমিশন, রাষ্ট্রপতির পুর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **বিধিমালার নাম।**—এই বিধিমালা দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "অনুসন্ধান" অর্থ আইনের তফসিলভুক্ত কোন অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগপ্রাপ্ত বা জ্ঞাত হইবার পর উহা কমিশন কর্তৃক তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্য গৃহীত ও লিপিবদ্ধ হইবার পূর্বে উক্ত অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা উদ্‌ঘাটনের লক্ষ্যে কমিশন বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম;

(খ) "অভিযোগ" অর্থ আইন এর তফসিলভুক্ত অপরাধের বিষয়ে কমিশন বা অন্য কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আকারে কিংবা অন্য কোনভাবে প্রাপ্ত অভিযোগ;

(গ) "আইন" অর্থ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫ নং আইন);

(ঘ) "উপযুক্ত আদালত" অর্থ আইন এর অধীন কোন অপরাধ বিচারের এখতিয়ারসম্পন্ন কোন আদালত;

(ঙ) "কমিশন" অর্থ আইন এর ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত দুর্নীতি দমন কমিশন;

(চ) "কমিশনার" অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান বা অন্য কোন কমিশনার;

[১](চচ) "জেলা কার্যালয়" অর্থ দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোতে নির্ধারিত সমন্বিত জেলা কার্যালয়;]

(ছ) "তদন্ত" অর্থ আইনের তফসিলভুক্ত কোন অপরাধ কোন ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত হইবার বিষয়ে কোন তথ্য, অভিযোগ হিসাবে, ফৌজদারী কার্যবিধির ১৫৪ ধারা অথবা এই বিধিমালার তফসিলের ফরম-১ এর বিধান ও পদ্ধতি কিংবা অনুরূপ বিধান ও পদ্ধতি অনুসারে কোন থানা বা দুর্নীতি দমন কমিশনের কোন কার্যালয়ে গৃহীত ও লিপিবদ্ধ হইবার পর উক্ত অভিযোগের বিষয়ে উপযুক্ত আদালতে বিচারার্থ মামলা দায়ের করিবার লক্ষ্যে সাক্ষ্য-প্রমাণাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কমিশন বা কমিশন হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম;

(জ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার তফসিল; এবং

(ঝ) "ফৌজদারী কার্যবিধি" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act. No. V of 1898)।

---

[১] এস, আর,ও নং ২৬৫-আইন/২০০৭, তারিখ ঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা দফা (চচ) সন্নিবেশিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অভিযোগ দায়ের, যাচাই-বাছাই ইত্যাদি

[1][৩। **কমিশন ও উহার অধঃস্তন কার্যালয়ে অভিযোগ দায়ের**।—(১) কোন ব্যক্তি আইনের তফসিলে উল্লিখিত অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে কমিশনের জেলা কার্যালয় বা বিভাগীয় কার্যালয় বা প্রধান কার্যালয়ে অভিযোগ দাখিল করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত অভিযোগ দাখিলকারী ব্যক্তি দাবী করিলে তাহাকে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় অভিযোগ প্রাপ্তির প্রমাণ হিসাবে অভিযোগ প্রাপ্তি নম্বর ও তারিখ সম্বলিত একটি রশিদ প্রদান করিবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে তফসিলের ফরম-১ অনুযায়ী রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করিয়া উহা সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ প্রধান কার্যালয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালক, বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের প্রধান কর্মকর্তা বিধি ৫ এর অধীন সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের জন্য গঠিত যাচাই-বাছাই কমিটির পরবর্তী সভায় পেশ করিবেন।

(৫) যাচাই-বাছাই কমিটি অভিযোগের সমর্থনে প্রাথমিক তথ্য ও উপাত্ত বিবেচনা করিবে এবং কোন্ কোন্ অভিযোগের অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করা প্রয়োজন উহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিবে এবং যে সকল অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা বা যথার্থতা পাওয়া যাইবে না সেই সকল অভিযোগসমূহেরও পৃথক একটি তালিকা প্রস্তুত করিবে।

(৬) উপ-বিধি (৫) এর অধীন প্রস্তুতকৃত তালিকা প্রত্যেক জেলা কার্যালয় সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের জন্য গঠিত যাচাই-বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশ প্রদানের তারিখ হইতে অনধিক পনের কার্যদিবসের মধ্যে, উহার বিভাগীয় কার্যালয়কে অবহিত রাখিয়া কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করিবে।

(৭) উপ-বিধি (৫) এর অধীন প্রস্তুতকৃত তালিকা প্রত্যেক বিভাগীয় কার্যালয় সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য গঠিত যাচাই-বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশ প্রদানের তারিখ হইতে অনধিক পনের কার্যদিবসের মধ্যে কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করিবে।

(৮) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রধান কার্যালয়ে সরাসরি প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালক উহার উপর উক্ত কার্যালয়ের জন্য গঠিত যাচাই-বাছাই কমিটির সুপারিশসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনারের নিকট উপস্থাপন করিবেন।

(৯) উপ-বিধি (৬) এবং (৭) এর অধীন তালিকা প্রাপ্তির দশ কার্যদিবসের মধ্যে কমিশনের সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালক কমিশনের প্রধান কার্যালয়ের জন্য গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশ সংগ্রহ করিয়া উক্ত সুপারিশসহ উক্ত অভিযোগসমূহের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনারের নিকট উপস্থাপন করিবেন।]

৪। **থানায় দুর্নীতির অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের**।—এই বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন আইনের তফসিলে উল্লিখিত কোন অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে থানায় অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকিবে না, তবে সংশ্লিষ্ট থানা উক্ত অভিযোগটি প্রাপ্তির পর উহা রেজিস্টারভুক্ত করিয়া অনধিক দুই কার্যদিবসের মধ্যে আইন অনুযায়ী তদন্তকার্য পরিচালনার জন্য উহা কমিশন বহির্ভূত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ক্ষেত্রে নিকটস্থ জেলা কার্যালয়ে এবং কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কমিশন বরাবরে প্রেরণ করিবে।

---

[1] এস, আর,ও নং ২৬৫-আইন/২০০৭, তারিখ ঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা বিধি ৩ প্রতিস্থাপিত।

[১]৫। **অভিযোগ যাচাই-বাছাই কমিটি**।—(১) আইনের তফসিল এ উল্লিখিত অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রাপ্ত অভিযোগ যাচাই-বাছাই এর জন্য কমিশন উহার প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়সমূহের জন্য এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কমিটি তিন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(৩) কমিশনের প্রধান কার্যালয়ের যাচাই-বাছাই কমিটি কমিশনের প্রধান কার্যালয়ের তিন জন কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত হইবে, বিভাগীয় কার্যালয়ের যাচাই-বাছাই কমিটি বিভাগীয় কর্মকর্তা ও বিভাগীয় সদরে অবস্থিত জেলা কার্যালয়ের দুই জন কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত হইবে এবং জেলা কার্যালয়ের যাচাই-বাছাই কমিটি জেলা কার্যালয়ের তিন জন কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(৪) কমিশন, সময় সময় আদেশ দ্বারা, এই বিধির অধীন গঠিত কমিটি বাতিল বা পুনর্গঠন করিতে পারিবে।]

তৃতীয় অধ্যায়

অনুসন্ধান পদ্ধতি

৬। **অনুসন্ধানের জন্য অনুমোদন**।—(১) বিধি ৩ এর [২][উপ-বিধি(৯)] এর অধীন সংশ্লিষ্ট কমিশনারের নিকট উপস্থাপিত অভিযোগসমূহের বিষয়ে তিনি সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কমিশন কর্তৃক যে সকল অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধানকার্য পরিচালনার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সেই সকল অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য কমিশনের নিকট হইতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট নির্দেশ আকারে প্রেরণ করিতে হইবে।

৭। **অনুসন্ধানকার্যের সময়সীমা**।—(১) অনুসন্ধানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগ অনুসন্ধানের নির্দেশ প্রাপ্তি তারিখ হইতে অনধিক পনের কার্যদিবসের মধ্যে অনুসন্ধানকার্য সমাপ্ত করিয়া তফসিলের ফরম-২ এ বর্ণিত ছক অনুযায়ী তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে যদি যুক্তিসঙ্গত কোন কারণে অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত পনের কার্যদিবস সমাপ্ত হইবার পূর্বেই অনুসন্ধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালক বরাবর অতিরিক্ত সময় চাহিয়া আবেদন করিতে পারিবেন [৩][এবং উক্ত সময় বর্ধিতকরণের বিষয়টি পরিচালক সংশ্লিষ্ট কমিশনারকে অবহিত করিবেন] এবং উক্তরূপ আবেদন যথাযথ বলিয়া প্রতীয়মান হইলে উক্ত পরিচালক অনধিক পনের কার্যদিবস পর্যন্ত সময় বর্ধিত করিতে পারিবেন।

(৩) এই বিধির অধীনে অনুসন্ধানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করিতেছেন কি না তাহা তদারকির জন্য অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা নিয়োগের সাথে সাথে উপ-পরিচালক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন তদারককারী কর্মকর্তাও নিয়োগ করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (১) ও (২) এর অধীনে অনুসন্ধানকার্য সমাপ্ত না হইলে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কমিশনারের বরাবরে উপস্থাপন করিতে হইবে এবং কমিশনার যথাযথ মনে করিলে অপর একজন অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তাকে অনুসন্ধানের জন্য দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন এবং এইরূপে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই বিধির বিধান অনুসারে অনুসন্ধানকার্য সমাপ্ত করিবেন।

---

[১] এস, আর, ও নং-২৬৫-আইন/২০০৭, তারিখ ঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা বিধি ৫ প্রতিস্থাপিত।

[২] এস, আর, ও নং-২৬৫-আইন/২০০৭, তারিখ ঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩] এস, আর, ও নং-২৬৫-আইন/২০০৭, তারিখ ঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা সংযোজিত।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর বিধান প্রতিপালিত হইবার পরও অনুসন্ধানকার্য সমাপ্ত করা সম্ভব না হইলে উহা সমাপ্ত হইবে, তবে একই অপরাধের বিষয়ে নতুন অভিযোগ দায়ের বা উহার অধীন অনুসন্ধানকার্য পরিচালনায় কোন বাধা থাকিবে না।

(৬) এই বিধিতে বর্ণিত সময় বৃদ্ধির আবেদনে প্রদত্ত কারণ অগ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে অথবা অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা ইচ্ছাকৃতভাবে এই বিধি অনুসারে সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হইতে বিরত থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে অদক্ষতার কারণে কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য চাকুরী বিধির আওতায় বিভাগীয় কার্যক্রম (departmental proceedings) গ্রহণ করা যাইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে তদারককারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও অদক্ষতার কারণে বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে।

(৭) এই বিধির অধীনে অনুসন্ধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যখনই কোন অনুসন্ধান কাজের উদ্দেশ্যে তাহার কার্যালয় হইতে বাহির হইবেন তখনই তিনি উক্ত অনুসন্ধানের বিষয়টি সংক্ষিপ্ত আকারে তফসিলের ফরম-৭ অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে রক্ষিত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং ইহা প্রতিটি অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে দৈনন্দিন ভিত্তিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৮। **অনুসন্ধানকার্য চলাকালে অভিযুক্ত ব্যক্তির শুনানী গ্রহণ।**—(১) দুর্নীতি বিষয়ক কোন অভিযোগের অনুসন্ধান চলাকালে কমিশন বা কমিশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কমিশনার বা কর্মকর্তা যদি মনে করে যে, অভিযোগের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্য শ্রবণ করা প্রয়োজন তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া নোটিশে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে মৌখিক বা লিখিত বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন নোটিশপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডন করিয়া নোটিশে নির্দেশিত সময়সীমার মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার নিয়োজিত আইনজীবীসহ মৌখিক বা লিখিত বক্তব্য পেশ করিতে পারিবে এবং উক্তরূপে বক্তব্য পেশ করা হইলে সংশ্লিষ্ট কমিশনার বা কর্মকর্তা উহা সংশ্লিষ্ট নথিতে অন্তর্ভুক্ত করিবেন।

৯। **অনুসন্ধানের মাসিক প্রতিবেদন দাখিল।**—(১) অনুসন্ধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও তদারককারী কর্মকর্তা পৃথকভাবে প্রতি মাসের সাত তারিখের মধ্যে বিগত মাসে তাহার সম্পাদিত অনুসন্ধানকার্যের ফলাফলসহ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন ফরম-৮ অনুসারে তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার মাধ্যমে কমিশনের [1][সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালক] বরাবরে প্রেরণ করিবেন।

(২) কমিশনের [2][সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালক] উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত প্রতিবেদন কমিশন বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনারকে অবহিত করিবেন।

---

[1] এস, আর, ও নং ২৬৫-আইন/২০০৭ তারিখ ঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা "সচিব" শব্দের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত

[2] এস, আর, ও নং ২৬৫-আইন/২০০৭ তারিখ ঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা "সচিব" শব্দের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

চতুর্থ অধ্যায়

তদন্ত পদ্ধতি

১০। **মামলার তদন্তকার্য সম্পন্ন ও প্রতিবেদন দাখিল।**—(১) তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মামলা তদন্তের নির্দেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক পঁয়তাল্লিশ কার্যদিবসের মধ্যে তদন্তকার্য সমাপ্ত করিয়া তফসিলের ফরম-৪ এ বর্ণিত ছক অনুযায়ী তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার নিকট তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে যদি যুক্তিসঙ্গত কোন কারণে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত পঁয়তাল্লিশ কার্যদিবস সমাপ্ত হইবার পূর্বেই তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালক বরাবর অতিরিক্ত সময় চাহিয়া আবেদন করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ আবেদন যথাযথ বলিয়া প্রতীয়মান হইলে উক্ত পরিচালক অনধিক পনের কার্যদিবস পর্যন্ত সময় উক্ত পঁয়তাল্লিশ কার্যদিবসের ধারাবাহিকতায় বর্ধিত করিতে পারিবেন।

(৩) এই বিধির অধীনে তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করিতেছেন কিনা তাহা তদারকির জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগের সাথে সাথে উপ-পরিচালক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন তদারককারী কর্মকর্তাও নিয়োগ করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত সময় বৃদ্ধির আবেদনে প্রদত্ত কারণ অগ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে অথবা তদন্তকারী কর্মকর্তা ইচ্ছাকৃতভাবে উপ-বিধি (২) অনুসারে সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হইতে বিরত থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে অদক্ষতার কারণে কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য চাকুরী বিধির আওতায় বিভাগীয় কার্যক্রম (departmental proceedings) গ্রহণ করা যাইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে তদারককারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও অদক্ষতার কারণে বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে।

(৫) এই বিধিমালার অধীন কোন অভিযোগের তদন্তকার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দৈনন্দিন ভিত্তিতে তাহার তদন্তকার্যের অগ্রগতি সম্পর্কিত ডায়েরী ফৌজদারী কার্যবিধি অনুযায়ী তদন্তের বেলায় ব্যবহৃত কেস ডায়েরী (Case Diary) প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবেন।

(৬) উপ-বিধি (৫) এর অধীন প্রস্তুতকৃত ও সংরক্ষিত ডায়েরীর অনুলিপি অভিযোগনামা বা চূড়ান্ত প্রতিবেদন বিষয়ে কমিশনের অনুমোদনের জন্য প্রেরণের সময় উহার সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৭) এই বিধির অধীনে তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যখনই কোন তদন্ত কাজের উদ্দেশ্যে তাহার কার্যালয় হইতে বাহির হইবেন তখনই তিনি উক্ত তদন্তের বিষয়টি সংক্ষিপ্ত আকারে তফসিলের ফরম-৭ অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে রক্ষিত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং ইহা প্রতিটি তদন্তের ক্ষেত্রে দৈনন্দিন ভিত্তিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

১১। তদন্তকার্য চলাকালে অভিযুক্ত ব্যক্তির শুনানী গ্রহণ।—(১) দুর্নীতি বিষয়ক কোন অভিযোগের অনুসন্ধান শেষ হওয়ার পর অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে তদন্ত চলাকালে কমিশন যদি মনে করে যে, অভিযোগের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্য শ্রবণ করা প্রয়োজন তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া নোটিশে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে মৌখিক বা লিখিত বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন নোটিশপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডন করিয়া নোটিশে নির্দেশিত সময়সীমার মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার নিয়োজিত আইনজীবীসহ মৌখিক বা লিখিত বক্তব্য পেশ করিতে পারিবে এবং উক্তরূপে বক্তব্য পেশ করা হইলে সংশ্লিষ্ট কমিশনার বা কর্মকর্তা উহা সংশ্লিষ্ট নথিতে অন্তর্ভুক্ত করিবেন।

১২। তদন্তের মাসিক প্রতিবেদন দাখিল।—(১) তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও তদারককারী কর্মকর্তা পৃথকভাবে প্রতি মাসের সাত তারিখের মধ্যে বিগত মাসে তাহার সম্পাদিত তদন্তকার্যের ফলাফলসহ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন ফরম-৮ অনুসারে তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার মাধ্যমে কমিশনের [১][সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালক] বরাবরে প্রেরণ করিবেন।

(২) কমিশনের [২][সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালক] উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত প্রতিবেদন কমিশন বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনারকে অবহিত করিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

মামলা দায়েরে কমিশনের অনুমোদন, ফাঁদ মামলা ইত্যাদি

১৩। আদালতে অভিযোগনামা (Charge Sheet) দায়েরে কমিশনের অনুমোদন আবশ্যক।—(১) আইনের তফসিলভুক্ত কোন অপরাধের অভিযোগ তদন্তের পর কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণিত হইলে, বিচার সুপারিশ করিয়া উপযুক্ত আদালতে মামলা দায়ের করিবার ক্ষেত্রে কমিশন বা কমিশনের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনারের অনুমোদন গ্রহণ আবশ্যক হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কমিশন বা ক্ষেত্রমত, কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত অনুমোদনের প্রমাণ স্বরূপ অনুমোদনপত্রের একটি কপি আদালতে দাখিল করা না হইল আদালত অপরাধ বিচারকার্য আমলে গ্রহণ করিবে না।

(৩) আইনের তফসিলভুক্ত কোন অপরাধ সংঘটনের বিষয়ে কোন অভিযোগ কোন ব্যক্তি কর্তৃক সরাসরি কোন আদালতে দায়ের করা যাইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন উপযুক্ত আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, অভিযোগকারী উক্ত অপরাধ সংঘটন সংক্রান্ত অভিযোগ দুর্নীতি দমন কমিশন বা উহার কোন কার্যালয়ে কিংবা থানায় গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন সেই ক্ষেত্রে উক্ত আদালত অভিযোগটি গ্রহণ করিয়া উহা তদন্তের জন্য কমিশনকে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

---

[১] এস, আর, ও নং ২৬৫-আইন/২০০৭ তারিখ ঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা "সচিব" শব্দের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[২] এস, আর, ও নং ২৬৫-আইন/২০০৭ তারিখ ঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা "সচিব" শব্দের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

১৪। **কতিপয় অনুসন্ধানকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কমিশনের অনুমোদন আবশ্যক নহে।**—আইনের তফসিলভুক্ত কোন অপরাধের বিষয়ে কোন অনুসন্ধানকার্য পরিচালনা কিংবা কমিশনের কোন কার্যালয় বা থানায় এইরূপ অপরাধের অনুসন্ধানের জন্য তথ্য প্রদান বা অভিযোগ দায়ের কিংবা কোন উপযুক্ত আদালতে অভিযোগ দায়ের করিবার ক্ষেত্রে কমিশনের পূর্বানুমোদন আবশ্যক হইবে না।

১৫। **মামলা দায়েরের অনুমোদন পদ্ধতি।**—(১) তদন্ত প্রতিবেদন (সাক্ষ্য-স্মারক) পরীক্ষা নিরীক্ষান্তে মামলায় চার্জশীট বা চূড়ান্ত প্রতিবেদন, ক্ষেত্রমত যাহা প্রযোজ্য, দাখিলের অনুমোদনের এখতিয়ার কমিশন বা কমিশনের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনারের উপর অর্পিত থাকিবে।

(২) কমিশন বিধি ৩ এর [1][উপ-বিধি (৯)] এর অধীন পেশকৃত অভিযোগসমূহ বিচার বিশ্লেষণ করিয়া মামলা দায়েরের অনুমোদন প্রদান করিবে বা প্রত্যাখ্যান করিবে।

(৩) বিচারাধীন কোন মামলায় কোন আদালত কর্তৃক কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের ক্ষেত্রে কমিশনের নিকট অনুমোদন চাওয়া হইলে কমিশন [2][বিচার বিশ্লেষণ করিয়া] চাহিদা অনুযায়ী অনুমোদন প্রদান করিবে।

(৪) আইন ও এই বিধিমালার বিধানাবলী সাপেক্ষে দুর্নীতি সংক্রান্ত অপরাধ তদন্তের পর তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিচার সুপারিশ করিয়া উপযুক্ত আদালতে অভিযোগনামা দায়েরের ক্ষেত্রেই কেবল কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ আবশ্যক হইবে।

(৫) কোন কারণে তদন্ত প্রতিবেদনের সহিত অনুমোদন পত্রের কপি সংযুক্ত করা না হইলে সংশ্লিষ্ট আদালত তদন্ত প্রতিবেদন পাইবার পর পরই কমিশনের চেয়ারম্যানকে সম্বোধন করিয়া পত্রের মাধ্যমে অনুমোদন চাহিতে পারিবেন।

(৬) উপ-বিধি (২) এর অধীন কমিশন কর্তৃক মামলা দায়েরের অনুমোদন প্রদান করা হইলে কিংবা অনুমোদন প্রদান অস্বীকৃত হইলে কমিশন সচিবালয় কর্তৃক অনধিক সাত কার্যদিবসের মধ্যে অনুমোদন যাচনাকারী ব্যক্তিকে রেজিস্ট্রিকৃত পত্রের মাধ্যমে জানাইতে হইবে এবং উহার একটি কপি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা কর্তৃপক্ষ বা অফিস প্রধানের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৭) আইনের ধারা ৩২ এর অধীন মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে এই বিধি অনুযায়ী মামলা দায়েরের অনুমোদন পাওয়া গেলে কোনরূপ বিলম্ব ব্যতিরেকে তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত অনুমোদনের কপি আবশ্যিকভাবে মামলা দায়েরের সময় তফসিলের ফরম-৩ অনুসারে আদালতে দাখিল করিবেন।

[3][১৬। **ফাঁদ মামলা (Trap case)।**—দুর্নীতি প্রতিরোধের নিমিত্ত আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধে জড়িত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে হাতেনাতে ধৃত করিবার উদ্দেশ্যে তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনার এর অনুমোদনক্রমে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফাঁদ মামলা (Trap case) প্রস্তুত করিতে বা পরিচালনা করিতে পারিবেন।]

---

[1] এস, আর, ও নং ২৬৫-আইন/২০০৭ তারিখ ঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।
[2] এস, আর, ও নং ২৬৫-আইন/২০০৭ তারিখ ঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা সন্নিবেশিত।
[3] এস, আর, ও নং ২৬৫-আইন/২০০৭ তারিখ ঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা বিধি ১৬ প্রতিস্থাপিত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সহায়-সম্পত্তি ঘোষণা, অবরুদ্ধকরণ ও ক্রোক ইত্যাদি

১৭। **আইনের ধারা ২৬ অনুযায়ী সহায়-সম্পত্তি ঘোষণা বিষয়ক পদ্ধতি।**—(১) কমিশন কোন তথ্যের ভিত্তিতে এবং উহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় [1] [অনুসন্ধান] পরিচালনার পর যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন ব্যক্তি, বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, বৈধ উৎসের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পত্তি দখলে রাখিয়াছেন বা মালিকানা অর্জন করিয়াছেন, তাহা হইলে কমিশন বা কমিশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনারের অনুমোদনক্রমে উপ-পরিচালক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন কর্মকর্তা নিজ স্বাক্ষরে উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে তফসিলের ফরম-৫ এ বর্ণিত ছক অনুযায়ী তাহার সম্পদ ও দায়-দেনার হিসাব সরবরাহের আদেশ জারী করিতে পারিবেন।

(২) কোন ব্যক্তির বরাবরে উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন আদেশ জারী করা হইলে উক্ত ব্যক্তি আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে সাত কার্যদিবসের মধ্যে তফসিলের ফরম-৬ এ বর্ণিত ছক অনুযায়ী তাহার সম্পদ ও দায়-দেনার হিসাব বিবরণী ও অধিযাচিত তথ্য দাখল করিবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি উপ-বিধি (১) এর অধীন আদেশপ্রাপ্ত হইবার পর যদি উক্ত আদেশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপ-বিধি (২) এর বিধান অনুযায়ী সম্পদ ও দায়-দেনার হিসাব বিবরণী ও অধিযাচিত তথ্য দাখিল করিতে সক্ষম না হন তাহা হইলে উক্ত সময়সীমা অতিবাহিত হইবার পূর্বেই সংশ্লিষ্ট উপ-পরিচালকের নিকট সময় বৃদ্ধির আবেদন করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন যথাযথ বলিয়া প্রতীয়মান হইলে সংশ্লিষ্ট উপ-পরিচালক উক্ত সাত কার্যদিবসের ধারাবাহিকতায় [2] [কমিশনকে অবহিত করিয়া] অতিরিক্ত অনধিক সাত কার্যদিবস পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৫) দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণী যাচাইপূর্বক [3] [তৃতীয়] অধ্যায় অনুযায়ী [1] [অনুসন্ধান] সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৬) উপ-বিধি (৫) অনুযায়ী দাখিলকৃত [1] [অনুসন্ধান] প্রতিবেদনে যদি জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহা হইলে কমিশন বা কমিশনের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কমিশনারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিয়া মামলা দায়ের করিতে হইবে।

(৭) উপ-বিধি (৫) অনুযায়ী দাখিলকৃত [1] [অনুসন্ধান] প্রতিবেদনে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত অর্জনের অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠিত না হইলে উহার পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত হইবে।

১৮। **জ্ঞাত আয়ের উৎস বহির্ভূত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, ইত্যাদি অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোকাদেশ।**—(১) কোন ব্যক্তি তাহার নিজ নামে, বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির নামে, এমন কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির দখলে রহিয়াছেন বা মালিকানা অর্জন করিয়াছেন, যাহা অসাধু উপায়ে অর্জিত হইয়াছে এবং তাহার জ্ঞাত আয়ের উৎসের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে এবং নিয়মিত মামলা দায়েরের পূর্বেই তিনি উক্তরূপ সম্পত্তি স্থানান্তর করিতে পারেন বলিয়া কমিশন বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনার বা অনুসন্ধানকারী বা তদন্তকারীর কর্মকর্তার নিকট প্রতীয়মান হইলে সংশ্লিষ্ট কমিশনার বা কর্মকর্তা উক্ত সম্পত্তির এখতিয়ারাধীন স্পেশাল জজ আদালতে উক্ত সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ (freezing) বা, ক্ষেত্রমত, ক্রোকের (attachment) নির্দেশ প্রদানের জন্য আবেদন করিতে পারিবে এবং আদালত অনুমতি প্রদান করিলে উক্ত সম্পত্তি অবরুদ্ধ(freez) বা, ক্ষেত্রমত, ক্রোক (attach) করা যাইবে।

---

[1] এস, আর, ও নং ২৬৫-আইন/২০০৭ তারিখঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা "তদন্ত" শব্দের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[2] এস, আর, ও নং ২৬৫-আইন/২০০৭ তারিখঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[3] এস, আর, ও নং ২৬৫-আইন/২০০৭ তারিখঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা "চতুর্থ" শব্দের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন অবরুদ্ধ বা ক্রোককৃত স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করা যাইবে না; এবং উক্তরূপে বিক্রয় বা হস্তান্তর করা হইলে, উহা অবৈধ ও অকার্যকর হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

কমিশনের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি অনুসন্ধান ও তদন্ত পদ্ধতি

১৯। **অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দমন কমিটি।**—(১) কমিশনের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী আইন ও এই বিধিমালার আওতায় ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন দুর্নীতি বা অনিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন কিনা কিংবা কোন ব্যক্তিকে অযথা হয়রানি করিতেছেন কিনা অথবা আইন ও এই বিধিমালার আওতায় কোন অপরাধ করিয়াছেন কিনা তাহা সার্বক্ষণিক পরিবীক্ষণ, নজরদারী, অভিযোগ দায়ের, অনুসন্ধান, তদন্ত, মামলা দায়েরের ও বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ বা সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে, যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দমন কমিটি নামে একটি কমিটি থাকিবে।

(২) কমিশনের চেয়ারম্যান উপ-বিধি (১) এর অধীন গঠিত কমিটির চেয়ারম্যান হইবেন এবং কমিশনের সচিব এবং আইন ও প্রসিকিউশন এর দায়িত্বপ্রাপ্ত মহাপরিচালক উহার সদস্য হইবেন।

(৩) কমিশনের সচিব বা আইন ও প্রসিকিউশন এর দায়িত্বপ্রাপ্ত মহাপরিচালক এর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হইলে উহা কমিশনের চেয়ারম্যান নিজে বা তৎকর্তৃক মনোনীত কোন কমিশনার দ্বারা তদন্ত করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিশন প্রয়োজন মনে করিলে কমিশন বহির্ভূত অন্য তদন্তকারী সংস্থা যথাঃ—ডিজিএফআই, র‌্যাব, সিআইডি, ডিবি, এনএসআই ইত্যাদি সংস্থাকেও এইরূপ তদন্ত সম্পন্নের অনুরোধ করিতে পারিবে।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন অনুরোধ করা হইলে উক্ত তদন্তকারী সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কেবল সংশ্লিষ্ট অপরাধ তদন্তের বিষয়ে আইনের অধীন কমিশন কর্মকর্তা হিসাবে গণ্য হইবেন এবং আইন অনুযায়ী তদন্ত সম্পন্ন করিয়া অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৬) উপ-বিধি (৫) এর অধীনে সম্পাদিত তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে অভিযোগনামার সহিত কমিশনের অনুমোদনসহ মামলা দায়েরের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৭) এই বিধির অধীন অনুসন্ধান ও তদন্তকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে আইন ও এই বিধিমালার বিধানাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

বিবিধ

২০। **অনুসন্ধান ও তদন্তকার্যে কমিশনের কর্মকর্তাদের অনুকূলে ক্ষমতা অর্পণ।**—(১) আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত কমিশনের বিশেষ ক্ষমতা অনুসন্ধান ও তদন্তকার্যে নিয়োজিত কমিশনের অনুসন্ধানকারী বা তদন্তকারী কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত আইনের বিধান সাপেক্ষে উপ-বিধি (৩) দ্বারা নির্ধারিত ক্ষমতা কমিশনের পক্ষে প্রয়োগ করিতে পারিবে, যথা ঃ—

(ক) শপথের ক্ষেত্রে Oaths Act, 1873 (Act X of 1873) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে; এবং

(খ) অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব আইনের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ না হইলে ফৌজদারী কার্যবিধির এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(২) কমিশন শপথের মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ, সাক্ষীর জিজ্ঞাসাবাদ, দলিল পরীক্ষা করার জন্য পরোয়ানা জারী এবং কোন আদালত হইতে পাবলিক রেকর্ড বা উহার অনুলিপি তলব করিতে পারিবে।

(৩) নিম্নের কলাম (২) এ উল্লিখিত কমিশনের বিশেষ ক্ষমতা তদবিপরীতে কলাম (৩) এ উল্লিখিত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রয়োগ করা যাইবে, যথা ঃ—

ক্রমিক নং	কমিশনের বিশেষ ক্ষমতা	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১	২	২
(ক)	সাক্ষীর সমন জারী ও উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং শপথের মাধ্যমে জিজ্ঞেসাবাদ করা।	অনুসন্ধানকার্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বা তদন্ত কার্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য।
(খ)	কোন দলিল উদ্ঘাটন এবং উপস্থাপন করা।	অনুসন্ধানকার্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বা তদন্ত কার্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য।
(গ)	কোন অফিস হইতে পাবলিক রেকর্ড বা উহার অনুলিপি তলব করা।	অনুসন্ধানকার্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বা তদন্ত কার্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য।
(ঘ)	আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নির্ধারিত অন্য যে কোন বিষয়।	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রণীত বিধির আওতায় কমিশন বা কমিশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

২১। **কমিশন কর্তৃক স্বীয় উদ্যোগে দুর্নীতি বিষয়ক অনুসন্ধান বা তদন্তের জন্য সরকার বা অন্যান্য সংস্থার সহযোগিতা প্রাপ্তির পদ্ধতি।**—(১) আইনের ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (১) অনুসারে কমিশন কর্তৃক স্বীয় উদ্যোগ গৃহীত অভিযোগের অনুসন্ধান বা তদন্তকার্য পরিচালনাকালে কমিশনের যে কোন অনুসন্ধানকারী বা তদন্তকারী কর্মকর্তা সরকার কিংবা সরকারের অধীনস্থ সংস্থা প্রধানের নিকট কিংবা উক্ত সংস্থার অধীনস্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত রাখিয়া চাহিদামতে তথ্য সরবরাহের জন্য অধিযাচন-পত্র (requisition letter) প্রেরণ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত অনুসন্ধানকারী বা তদন্তকারী কর্মকর্তা কমিশন কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত ছকে তাহার অনুসন্ধান কিংবা তদন্তকার্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদির একটি সুনির্দিষ্ট ও প্রাসঙ্গিক চাহিদাপত্র অধিযাচন-পত্রের সহিত সংযুক্ত করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিতরূপে তথ্য সরবরাহের অনুরোধ করা হইলে যাহার নিকট তথ্য সরবরাহের অনুরোধ করা হইবে তিনি তাহা চাহিবামাত্র সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবেন এবং চাহিদা মতে তথ্য সরবরাহে কোনরূপ ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হইলে ব্যর্থতার দায়ে আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৩) এর বিধান অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

(৪) এই বিধির বিধান অনুযায়ী চাহিদামতে তথ্য পাওয়া না গেলে কমিশন স্বীয় উদ্যোগে অনুসন্ধান বা তদন্ত কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

(৫) উপ-বিধি (১) এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত অনুসন্ধানকারী বা তদন্তকারী কর্মকর্তা তাহার চাহিদা অনুযায়ী প্রাপ্ত নথি, দলিলপত্রাদি ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদির জব্দ তালিকার তিন ফর্দ ঘটনাস্থলে উহা গ্রহণের সময় তাৎক্ষণিকভাবে তৈরী করিবেন, যাহার একটি অনুলিপি রেকর্ডপত্র সরবরাহকারীকে প্রদান করিবেন, দ্বিতীয় কপি সংশ্লিষ্ট কেস নথির জন্য সংরক্ষণ এবং তৃতীয় কপি কার্য নথির সহিত সংরক্ষণ করিবেন।

(৬) অনুসন্ধানকারী বা তদন্তকারী কর্মকর্তা অনুসন্ধান বা তদন্তকার্যে ব্যবহারের পরে মামলার জন্য প্রয়োজনীয় নহে এইরূপ জব্দকৃত রেকর্ডপত্র সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে, যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, নিজ দায়িত্বে ফেরত প্রদান করিবেন।

(৭) উপ-বিধি (১) এর অধীন যাচিত দলিল দস্তাবেজ সরকারী দলিল (public document) হইলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা কর্মকর্তা কর্তৃক উহার অনুলিপি সত্যায়িত করিয়া সংগ্রহ করিবেন এবং এই ক্ষেত্রে মামলায় ব্যবহারের প্রয়োজনে সাক্ষ্য হিসাবে উক্ত দলিলাদি আদালতের চাহিদা অনুযায়ী উপস্থাপনের শর্তে সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা কর্মকর্তার জিম্মায় (custody) উহা রাখা যাইবে।

২২। **প্রেষণে নিয়োগ ও বদলী**।—(১) কমিশন ইহার দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে সরকারের যে কোন মন্ত্রণালয়ের বা বিভাগ বা উহার অধীন সংস্থা বা অধিদপ্তর বা পরিদপ্তর হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রেষণে নিয়োগের জন্য সরকারকে অনুরোধ করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কমিশনের নিকট হইতে অনুরোধপ্রাপ্ত হইলে সরকার উক্তরূপ অনুরোধ প্রাপ্তির অনধিক পনের কার্য দিবসের মধ্যে চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রেষণের নিয়োগের জন্য কমিশন সচিবালয়ে ন্যস্ত করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন ন্যস্ত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে অনধিক তিন বৎসর সময়কাল পর্যন্ত কমিশন সচিবালয়ে ন্যস্ত করা যাইবে।

(৪) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কমিশন যে কোন সময় কারণ উল্লেখপূর্বক সরকারের নিকট ফেরত প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) কমিশন ইহার নিজস্ব কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে প্রেষণে অন্যত্র নিয়োগের জন্য সরকারকে অনুরোধ করিতে পারিবে এবং সরকার উক্তরূপভাবে অনুরোধপ্রাপ্ত হইলে উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে সরকারের যে কোন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা উহার অধীন সংস্থা বা অধিদপ্তর বা পরিদপ্তরের সমমর্যাদাসম্পন্ন পদে প্রেষণে নিয়োগ করিতে পারিবে।

[১] [২৩। **সাফল্যের স্বীকৃতস্বরূপ সনদ ও বিশেষ আর্থিক সুবিধা প্রদান**।—কমিশন, কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্ম উদ্দীপনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাফল্যের স্বীকৃতস্বরূপ সনদ (Award) প্রদান বা অনুরূপ অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ বা এককালীন বিশেষ আর্থিক সুবিধা (financial benefit) প্রদান করিতে পারিবে।

[২] [২৪। **একই কিংবা পৃথক কর্মকর্তা দ্বারা অনুসন্ধান ও তদন্তকার্য সম্পন্নকরণ**।—(১) আইনের তফসিলভুক্ত কোন অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগের অনুসন্ধান এবং তদন্ত একই কর্মকর্তার দ্বারা সম্পন্ন করা যাইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর বিধান সত্ত্বেও কমিশন প্রয়োজনে আইনের তফসিলভুক্ত কোন অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগের অনুসন্ধান এবং তদন্ত পৃথক পৃথক কর্মকর্তার দ্বারাও সম্পন্ন করাইতে পারিবে।

২৫। **বিশেষ বিধান**।—কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের নিয়োগ ও চাকুরীর অন্যান্য শর্তাদি নির্ধারণ করে পৃথক ও পূর্ণাঙ্গ বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধি-বিধান তাহাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

[৩] [২৬। **অভিযুক্ত সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা অবহিতকরণ**।—কোন সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর দুর্নীতির বিরুদ্ধে কমিশন কর্তৃক গৃহীত যে কোন ব্যবস্থা উক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা দপ্তরকে পত্রের মাধ্যমে অবহিত করিতে হইবে।]

---

[১] এস, আর, ও নং ২৬৫-আইন/২০০৭ তারিখঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা বিধি ২৩ প্রতিস্থাপিত।

[২] এস, আর, ও নং ২৬৫-আইন/২০০৭ তারিখঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা বিধি ২৪ প্রতিস্থাপিত।

[৩] এস, আর, ও নং ২৬৫-আইন/২০০৭ তারিখঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা বিধি ২৬ সংযোজিত।

তফসিল

ফরম-১

[বিধি ৩(৪) দ্রষ্টব্য]

(অভিযোগ রেজিস্টার এর ছক)

ক্রমিক নং	অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম, পদবী, বেতনক্রম ও কর্মস্থলের ঠিকানা	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিযোগকারীর নাম, পদবী ও ঠিকানা	অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ	অভিযোগপ্রাপ্তির পর গৃহীত ব্যবস্থা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

[১] [ফরম-২

অনুসন্ধান প্রতিবেদন

{বিধি ৭(১) দ্রষ্টব্য}

দুর্নীতি দমন কমিশন

....

....

স্মারক নং- তারিখ ঃ................।

প্রেরক ঃ নাম ঃ

পদবী ঃ

দপ্তর ঃ

প্রাপক ঃ নাম ঃ

পদবী ঃ

দপ্তর ঃ

বিষয় ঃ..

সূত্র ঃ..

উপর্যুক্ত বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য গত......................তারিখে এই অভিযোগটি আমার নিকট অর্পণ করা হয়। এই বিষয়ে আমার প্রতিবেদন নিম্নে প্রদান করা হইল (নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রেরণ করিতে অপারগ হইলে তাহার যুক্তিসংগত কারণ ব্যাখ্যা করিতে হইবে)।

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম, বর্তমান ঠিকানা, পদবী, বর্তমান বেতনক্রম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

(খ) অভিযোগের বিবরণ (অভিযোগের ক্রমানুসারে সুস্পষ্টভাবে)।

---

[১] এস, আর, ও নং ২৬৫-আইন/২০০৭ তারিখঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা ফরম-২ প্রতিস্থাপিত।

(গ) অভিযোগ প্রমাণের জন্য সহায়ক ও গুরুত্বপূর্ণ যে সব রেকর্ডপত্র যাচাই করা হইয়াছে তাহার বিবরণ।

(ঘ) **স্থাবর সম্পদের ধারাবাহিক বিবরণ** ঃ জমি (কৃষি/অকৃষি), গৃহসম্পদ, ফ্যাক্টরী বিল্ডিং, শিল্পস্থাপনা ইত্যাদির বিস্তারিত তথ্য, বিশারদের মতামতসহ পর্যালোচনা আয়কর নথির সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণসহ প্রতিটির ক্ষেত্রে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তার মতামত।

(ঙ) **অস্থাবর সম্পদের ধারাবাহিক বিবরণ** ঃ অলংকারাদি, আসবাবপত্র, ইলেকট্রনিকস্ সামগ্রী, মটরযান, ব্যাংক লেনদেন, শেয়ার, স্টক বিনিয়োগ ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য, আয়কর নথির সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণসহ প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তার মতামত।

(চ) অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়বস্তু অথবা অভিযোগ প্রমাণে সহায়ক ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের প্রদত্ত বক্তব্য পর্যালোচনা করিয়া মন্তব্য (কমিশন কর্তৃক আইনের ধারা ২২ মোতাবেক বক্তব্য শ্রবণের জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।

(ছ) অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তার সমাপনী মন্তব্যসহ চূড়ান্ত প্রস্তাব।

(স্বাক্ষর)

নাম ঃ

পদবী ঃ

দপ্তর ঃ

তারিখ ঃ]

ফরম-৩
অনুমোদন পত্রের কপি
[১][{বিধি ১৫(৭) দ্রষ্টব্য}]

দুর্নীতি দমন কমিশন

.... কার্যালয়

.... ।

স্মারক নং   তারিখ ঃ

[২][থানার মামলা নং   তারিখ ঃ.................]

বিষয় ঃ **মামলা দায়ের/চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন জ্ঞাপন।**

অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত অনুসন্ধান প্রতিবেদন/তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত সাক্ষ্য স্মারক ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করিয়া দুর্নীতি দমন কমিশন পরিতুষ্ট হইয়া দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ৩২ ধারা এবং দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ এর বিধি .... এর উপ-বিধি .... এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত ধারায় মামলা দায়ের/চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন জ্ঞাপন করা হইল ঃ

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও ঠিকানা	অপরাধের ধারা
(১)		
(২)		
(৩)		

(স্বাক্ষর)

নাম-

পদবী-

দপ্তর-

তারিখ-

জনাব ....

ফিল্ড অফিসার/উপ-সহকারী পরিচালক/সহকারী পরিচালক/উপ-পরিচালক

দুর্নীতি দমন কমিশন

.... ।

অনুলিপি ঃ

১. বিজ্ঞ স্পেশাল জজ..............................

২. আসামীর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ।

৩. মামলা রুজুকারীর নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা।

---

[১] এস, আর, ও নং ২৬৫-আইন/২০০৭, তারিখ ঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] এস, আর, ও নং ২৬৫-আইন/২০০৭, তারিখ ঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা সন্নিবেশিত।

ফরম-৪

তদন্ত প্রতিবেদন

[বিধি ১০ দ্রষ্টব্য]

সাক্ষ্য-স্মারক

১।	মামলার সূত্র	ঃ	মামলা নং তারিখ ঃ ধারা-
২।	মামলা দায়েরকারীর নাম, পদবী, বর্তমান ঠিকানা	ঃ	
৩।	তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও বর্তমান ঠিকানা (একাধিক হইলে তাহাও উল্লেখ করিতে হইবে)	ঃ	
৪।	মামলার আসামীদের বিবরণ—নাম, পদবী. বেতনক্রম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), পিতার নাম, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা [,ছবি]	ঃ	
৫।	তদন্তে আগত আসামীদের বিবরণ (ক্রমিক নং ৪-এর অনুরূপ)	ঃ	
৬।	গ্রেপ্তারকৃত আসামীদের বিবরণ (যদি থাকে)	ঃ	
৭।	আসামী বর্তমানে পাবলিক সার্ভেন্ট হিসাবে বহাল আছেন কি-না	ঃ	
৮।	মামলা রুজুর পটভূমি	ঃ	

(কিভাবে দুর্নীতি দমন কমিশনে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যায়, কাহার আদেশে কে অনুসন্ধান করেন, অনুসন্ধানের ফলাফলের উপর কাহার আদেশে মামলা রুজু করা হয় এবং থানার কোন কর্মকর্তা মামলা রেকর্ড করেন, ইত্যাদি বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে)

৯।	মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণী (ঘটনাক্রম অনুসারে অভিযোগের মূল বিষয়বস্তু উল্লেখ করিতে হইবে)	ঃ	

---

[১] এস, আর, ও নং ২৬৫-আইন/২০০৭, তারিখ ঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা সংযোজিত ।

১০। তদন্ত ঃ (ক) তদন্তভার গ্রহণ

(খ) ঘটনাস্থল পরিদর্শন

(গ) সাক্ষ্য প্রমাণের বিবরণ ও পর্যালোচনা [ইহাতে জব্দকৃত রেকর্ডপত্রের বিবরণ ও পর্যালোচনা, সাক্ষ্যের বক্তব্য ও পর্যালোচনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং বিভাগীয় তদন্ত হইয়া থাকিলে উহার ফলাফল অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।]

(ঘ) Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এর ধারা ১৬১ ও ১৬৪ এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ১৯ ধারা মোতাবেক গৃহীত আসামীর বক্তব্য পর্যালোচনাপূর্বক ঘটনা প্রবাহের আলোকে সুস্পষ্ট মন্তব্য।

(ঙ) ফৌজদারী কার্যবিধি ১৬১ ধারা এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ১৯ ধারা মোতাবেক গৃহীত আসামীর বক্তব্য গ্রহণ করা না গেলে উহার কারন ও বক্তব্য গ্রহণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ এবং প্রামাণ্য দলিল সংক্রান্ত তথ্যাদি।

(চ) আসামীদের স্ব-স্ব অপরাধের বিবরণ (অপরাধ সংঘটনে আসামীর ভূমিকার বিস্তারিত উল্লেখ করিতে হইবে)।

১১। তদন্তকারী কর্মকর্তার মতামত ঃ

(তদন্তের ফলাফলের আলোকে যুক্তিসংগত কারন উল্লেখপূর্বক আসামীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ ইহাতে থাকিবে)

(ক) যে সব আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করিতে হইবে তাহাদের নাম ও অপরাধের ধারা।

(খ) যে সব আসামীকে অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইবে তাহাদের নাম।

(গ) যে সব আসামীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হইবে তাহাদের নাম।

(ঘ) অনুরূপভাবে এফআরটি/এফআর এ্যাজ এমএফ/এফআর এ্যাজ এমএল এর সুপরিশের ক্ষেত্রেও বিস্তারিত কারণ উল্লেখ করিতে হইবে।

১২। ক্যালেন্ডার অব এভিডেন্স বা সাক্ষ্যপঞ্জি ঃ সংযুক্ত ছক অনুযায়ী।

তদন্তকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

নাম-

পদবী-

দপ্তর-

ক্যালেন্ডার অব এভিডেন্স বা সাক্ষ্যপঞ্জি ছক

ক্রমিক নং	সাক্ষীদের নাম, পদবী, পিতার নাম, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা	সাক্ষী যে সকল বিষয়ে প্রমাণ করিবেন	যে সকল রেকর্ডপত্র প্রদর্শনী হিসাবে উপস্থাপিত হইবে।
(১)	(২)	(৩)	(৪)

তদন্তকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

নাম-

পদবী-

দপ্তর-

ফরম-৫

সম্পদ বিবরণী
[বিধি ১৭(১) দ্রষ্টব্য]

দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়
১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

স্মারক নং   তারিখ ঃ

আদেশ

যেহেতু প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অনুসন্ধান করিয়া দুর্নীতি দমন কমিশনের স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, আপনি জনাব.. আপনার জ্ঞাত আয়ের বহির্ভূত স্বনামে/বেনামে বিপুল পরিমাণ সম্পদ/সম্পত্তির মালিক হইয়াছেন।

সেহেতু, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫নং আইন) এর ধারা ২৬ এর উপ-ধারা (১) দ্বারা অর্পিত ক্ষমতাবলে আপনি জনাব ....কে আপনার নিজের, আপনার স্ত্রীর [1][/স্বামী] আপনার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গের স্বনামে/বেনামে অর্জিত যাবতীয় স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ/সম্পত্তি, দায়-দেনা, আয়ের উৎস ও উহা অর্জনের বিস্তারিত বিবরণী অত্র আদেশ প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে এতদসঙ্গে প্রেরিত কমিশনের ছকে দুর্নীতি দমন কমিশনের সচিব বরাবরে দাখিল করিতে আদিষ্ট হইয়া নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পদ বিবরণী দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে অথবা মিথ্যা বিবরণী দাখিল করিলে উপরোক্ত আইনের ধারা ২৬ এর উপ-ধারা (১) মোতাবেক আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

সংযুক্ত ঃ বর্ণনামতে।

উপ-পরিচালক
দুর্নীতি দমন কমিশন

প্রাপক ঃ ....
....
....
....

---

[1] এস, আর, ও নং ২৬৫-আইন/২০০৭, তারিখ ঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা সন্নিবেশিত।

ফরম-৬

[বিধি ১৭(২) দ্রষ্টব্য]

সম্পদ বিবরণী

(দুর্নীতি দমন কমিশনের আদেশ প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে যথাযথভাবে পূরণ করিয়া দাখিল করিতে হইবে।)

অংশ-১ ঃ স্থাবর সম্পদ

অংশ-২ ঃ অস্থাবর সম্পদ

অংশ-৩ ঃ দায়

অংশ-১

স্থাবর সম্পদ

ক্রমিক নং	সম্পদের অবস্থান, গ্রাম বা সড়ক এবং থানা অথবা পৌরসভা এবং জেলা	দাগ ও খতিয়ান/ হোল্ডিং নম্বর	আয়তন/ পরিমাণ	সম্পদের প্রকৃতি ও বিবরণ	স্বার্থের পরিধি	জমির মূল্য	জমিতে অবস্থিত ভবনাদি, কাঠামো এবং সাজ-সরঞ্জামের মূল্য	কাহার নামে সম্পদ অর্জিত (নিজ/স্ত্রী/পুত্র/ কন্যা/ ভ্রাতা/ভগ্নী অথবা অন্য কোন ব্যক্তি)	সম্পদ অর্জনের তারিখ	অর্জনের ধরন (ক্রয়, ইজারা, দান, বিনিময়, উত্তরাধিকার বা অন্যবিধ)	সম্পদ অর্জনের জন্য ব্যবহৃত আয়ের উৎস	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)

অংশ-২

অস্থাবর সম্পদ

ক্রমিক নং	সম্পদের বিবরণ	কোথায় অবস্থিত	মূল্য	[১][নিজ/স্ত্রী,] ভ্রাতা, ভগ্নী, পুত্র, কন্যা বা অন্য কোন ব্যক্তি	সম্পদ অর্জনের তারিখ	অর্জনের পদ্ধতি (ক্রয়, দান, ভাড়া ইত্যাদি)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)

[১] এস, আর, ও নং ২৬৫-আইন/২০০৭, তারিখ ঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা সন্নিবেশিত।

অংশ-৩

দায়

ক্রমিক নং	দায়-দেনার বিবরণ	দায়-দেনা সংক্রান্ত	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)

প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, উপরি-উক্ত সম্পদ ও দায়-দেনার বিবরণী আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য, এমন কোন সম্পদ বা দায়-দেনার বিবরণ এই হিসাব বিবরণী হইতে গোপন করা হয় নাই যাহাতে আমার নিজের অথবা আমার স্ত্রী, স্বামী, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগ্নী বা অপর কোন ব্যক্তির মাধ্যমে আমার স্বার্থ রহিয়াছে।

বিবরণ প্রদানকারীর স্বাক্ষর................................

নাম..

পিতা/স্বামীর নাম...

পেশা...

ঠিকানা...

ফরম-৭

[বিধি ৭(৭) ও ১০(৭) দ্রষ্টব্য]

দৈনন্দিন অনুসন্ধান/তদন্তকার্যের রেজিস্টার

ক্রমিক নং	অনুসন্ধান/তদন্ত বিষয় ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অনুসন্ধান/ তদন্তের স্থান	অনুসন্ধান/তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও কর্মস্থল	যাত্রার সময় ও প্রত্যাবর্তনের সময়	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)

(অনুসন্ধান/তদন্তকারী/তদারককারী
কর্মকর্তার স্বাক্ষর)
নাম-
পদবী-
দপ্তর-

ফরম-৮

[বিধি ৯(২) ও ১২(২) দ্রষ্টব্য]

অনুসন্ধান/তদন্ত বিষয়ে মাসিক প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	অনুসন্ধান/তদন্তের বিষয় ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অনুসন্ধান/তদন্তকারী/তদারককারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও কর্মস্থল	অনুসন্ধান/তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)

(অনুসন্ধান/তদন্তকারী/তদারককারী
কর্মকর্তার স্বাক্ষর)
নাম-
পদবী-
দপ্তর-

বাঃসঃমুঃ-২০০৭/০৮-৫২৩০কম(বি)—৩,০০০ বই, ২০০৮।